মাহে রমযান

শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব

শামসুল করীম খোকন

রমযান ত্যাগ, তিতীক্ষার মাস হিসেবে বিশ্ব মুসলিমের দুয়ারে আবারো হাজির হয়েছে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের অমীয় সুধা বিতরণের লক্ষ্যে পবিত্র রমযানের আগমনে তাই মুমিনের হৃদয়পটে নতুন আনন্দ ও উল্লাসের সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে রোযা এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধন করে পুণ্যবান ও স্বাস্থ্যবান জীবনের অধিকারী হতে পারে। আর এই রমযান এমন একটি মাস, যে মাসের ইবাদত অন্যান্য মাসের ইবাদতের চেয়ে সত্তর গুণ বেশী সওয়াব প্রদান করে মানুষকে নেক্কার বানিয়ে তোলে। রসূল (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "যে লোক এই রাতে আল্লাহর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন অফরয ইবাদত সুন্নত বা নফল আদায় করবে তাকে এর জন্য অন্যান্য সময়ের ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে লোক এ মাসে ফরয আদায় করবে সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে।"

"এটা এমন এক মাস যে, এর প্রথম দশ দিন রহমতের বারি ধারায় পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় দশ দিন ক্ষমা ও মার্জনার জন্য এবং শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট।" (রায়হানী)

রসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, রমযান মাসে একজন ঘোষণাকারী ডেকে ডেকে বলতে থাকে, "হে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী অগ্রসর হয়ে আস এবং হে অকল্যাণের বাসনা পোষণকারী বিরত হও— পশ্চাদাপসারণ কর। আর আল্লাহর জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া বহু লোক রয়েছে। এভাবে রমযানের প্রত্যেক রাত্রিতেই করা হয়" (তিরমিযী)।

রোযাদারের সৌভাগ্য সম্পর্কে রাসূল পাক (সঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়। যা তাদের পুর্বের কোনো উম্মতকে দেয়া হয়নি। সে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হলঃ রোযাদারের মুখের বিকৃত গন্ধ খোদার নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকেও উত্তম। যতক্ষণ না ইফতার করে ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন।

প্রবেশ পথ দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এ পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে, রোযাদাররা কোথায়?.... এরা যেন এ পথে প্রবেশ করে।" (মুসলিম)।

বিশ্বের সর্বযুগের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশক আল-কুরআন এই মাসের শবে কদর রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেজন্যেই কুরআন নাযিলের মাস হিসেবে রমযানের গুরুত্ব খুব বেশী। কুরআনে আল্লাহ পাক এ রাতকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। হাদিসে রসূল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সঙ্গে কদরের রাত ইবাদতে অতিবাহিত করে তার পূর্বকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (মিশকাত)।

কুরআনের মত অন্যান্য উপঢৌকন প্রাপ্তির এই মাসে তাই কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়াস চালানো সবার উপরই ফরজ। কারণ কুরআনের আলোই মানব হৃদয়কে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে অতীতেও যেমন বর্তমানেও তেমনি। তাছাড়া রমযান মাসে ঐতিহাসিক বদরের ময়দানে (১৭ই রমযান) রোযাদার মুসলমানরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সত্যের পথে লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের মাঝে।

তাই জিহাদের মাস হিসেবে রমযানে অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে নতুন শপথে উদ্ভাসিত হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের। পাপ-পংকিল এই সমাজে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করতে কুরআনের শাসত পয়গাম বুকে ধারণ করে জেগে উঠা উচিত তাহলেই হাদীস অনুযায়ী আমাদের কৃত রোযা ও রোযার সাথে সাথে কুরআন শাফায়াত করবে প্রভুর দরবারে।

তাছাড়া আল্লাহ বলেছেন, "মানুষ তার প্রতিটি নেক আমলেই প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত লাভ করবে। কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান

আছি।"

মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হতে পারে। (বাকারা ১৮৩ আঃ)।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। অন্য অর্থে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার সেই গভীর অনুভূতি যা মানুষকে প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

কুরআনের ভাষায় বলা যায়, "যে তার মনে এ ভয় পোষণ করলো যে, তাকে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং সে তার মনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত রাখলো, নিশ্চিতরূপে তার স্থান হবে জান্নাতে" (নাযেয়াত ৪০-৪১)।

রসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে কেউ (রোযা থাকা অবস্থায়) মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ছেড়ে না দেবে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালার এ বিষয়ে প্রয়োজন ছিল না যে সে ব্যক্তি পানাহার ছেড়ে দিক" (বুখারী)।—

তাই চরিত্র উন্নত করার মাস রমযানে শিক্ষার্থী হিসেবে ভবিষ্যতের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে যাবার কথা মনে রেখে মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা বা গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পরিত্যাগ করা, শিক্ষকদের মান-সম্মান রক্ষা করা, বড় ছোট, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে সালাম প্রদানের গুণার্জন করা, গরীব-দুঃখীর প্রতি অধিক মাত্রায় সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে তাদের দান খয়রাত করা, সত্য, ন্যায়ের পথে মানুষকে আহবান ও অসৎপথ হতে ফিরিয়ে রাখা, রোযাদারদের রোযা ভঙ্গে নিরুৎসাহিত করা ও রমযানের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা একান্ত কাম্য। তাছাড়া পোশাকে অশালীনতা পরিহার, পর্দার প্রতি গুরুত্বারোপ, অশ্লীল গান শুনে কানের রোযা নষ্ট না যায়, অশ্লীল বই, পত্রিকা বা সিনেমা দেখে চোখের রোযা নষ্ট না করার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এর